বাজেট বক্তব্য পাঠ করে সংবিধানকে জিতিয়েছি বলে জানান রাজ্যপাল

কেন্দ্র-রাজ্যের সুবিধা পাক বঙ্গ, চান ধনকড়

স্টাফ রিপোর্টার : রাজ্যে এবং কেন্দ্রের জনমুখী প্রকল্পগুলির সুবিধা যাতে সবাই পায় তা নিশ্চিত করার আবেদন করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। শনিবার নিউটাউনে সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান শেষে এই আর্জি জানান রাজ্যপাল। গত ছ'মাস ধরে ধনকড়ের সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের নানা ইস্যুতে সংঘাত চলছে। সরকারের লিখে দেওয়া রাজ্য বাজেট বক্তব্য তিনি পাঠ করবেন কি না তা নিয়ে 'নানা মুনির নানা মত' ছিল। শুক্রবার যদিও বিধানসভায় সরকারি বক্তব্যই পাঠ করেন রাজ্যপাল। এদিন সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমি কখনওই রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংঘাত চাই না। সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে বাজেট বক্তব্য পাঠ করে সংবিধানকেই জিতিয়ে দিয়েছি। আমি চাই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রাজ্য ও কেন্দ্র ,উভয়ের জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা পান।"

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ও উপাচার্য ফেলিক্স রাজ। শনিবার।

যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে গিয়েও ছাত্র বিক্ষোভের জেরে ফিরে আসতে হয়েছে রাজ্যপালকে। কিন্তু সেন্ট জেভিয়ার্সের সমাবর্তনে গিয়ে তিনি রাজকীয় সম্মান পেয়েছেন। এদিন প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানেও ছাত্র—শিক্ষক—আধিকারিকরা তাঁকে সমাদর করেন। এ প্রসঙ্গটিও উঠে আসে ধনকড়ের গলায়। তিনি বলেন, "সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ প্রতিষ্ঠা দিবসে আসতে পেরে আমি অভিভূত। এখানকার ছাত্রদের আচরণ আমাকে মুগ্ধ করেছে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হিসাবে ছাত্রদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। সমস্ত ছাত্রর আচরণ সেন্ট জেভিয়ার্সের মতো হওয়া উচিত।" এদিন যাদবপুর বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ না করলেও ওই দুই প্রতিষ্ঠানের সমাবর্তনে গিয়ে ফিরে আসার ঘটনায় রাজ্যপাল যে ব্যথিত তা বোঝা গিয়েছে।

শুক্রবার রাজভবনে মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠক করেছেন রাজ্যপাল। বাজেট ও কয়েকটি বিল নিয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছেন তিনি। তবে কোন কোন বিষয়ে তিনি নবান্নে 'নোট' পাঠিয়েছেন তা সংবাদ মাধ্যমে খোলসা করতে চাননি ধনকড়। আগে মুর্শিদাবাদ যেতে হেলিকপ্টার চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন রাজ্যপাল। তবে কয়েকদিন আগে শান্তিনিকেতনে মাঘমেলা উদ্বোধনে রাজ্য তাঁকে হেলিকপ্টার দেয়। তারপর বিধানসভায় সরকারের লিখে দেওয়া ভাষণ হুবহু পাঠ করেন রাজ্যপাল। এ প্রসঙ্গে বিরোধী দলগুলি 'সেটিং'—এর অভিযোগ করে। সে প্রসঙ্গেও এদিন সংবাদ মাধ্যমে মুখ খোলেন ধনকড়। তিনি বলেন, "আমি রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ। কাউকে ভয় বা সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রশ্নই নেই। আমার কাছে সবার আগে ভারতের সংবিধান।"

Copyright © 2020 Pratidin Prakashani Pvt Ltd. All rights reserved